The Daily Observer

DU secures Tk 100cr for int'l research projects

DU Correspondent

Dhaka University (DU) will lead two major international research projects worth nearly Tk 100 crore, funded by Japanese agencies.

On Tuesday, Farrukh Mahmud, Deputy Director, Public Relations Office confirmed that both projects, selected under 'Science and Technology Research Partnership for Sustainable Development' (SATREPS) programme, will run for five years starting April 2026.

Japanese Science and Technology Agency (JST) and Japan International Cooperation Agency (JICA) will provide 500 million yen for each project following rigorous selection process that saw 80 global proposals narrowed to just 10 successful applications.

First project, 'Building Flood-Resilient Society through Improved Flood Forecasting in Context of Climate Change,' will be led by Dr Fatema Akter, Chairperson of Meteorology Department. Prof Toru Terao from Kagawa University will head Japanese team in this disaster prevention initiative.

Second project focuses on 'Monitoring and Purification Technology for Water Quality in Dhaka Metropolitan Area,' with Dr Anwar Hossain from Fisheries Department serving as Principal Investigator alongside Prof Kozo Ohtanabe from Ehime University.

"Japan is our trusted friend, and this friendship transcends politics," said Vice-Chancellor Prof Dr Niaz Ahmed Khan. "These projects will have direct impact on country's socio-economic development and benefit people. We aim to make them long-term and sustainable."

Preparatory phase begins May 2025, with full implementation running through March 2031, making these among longest and most substantial international research collaborations in university's recent history.

The Country Today

DU to lead two International research projects worth nearly Tk 100 cr

DU Correspondent

Dhaka University is set to lead two international research projects worth nearly BDT 100 crore.

These projects will be funded by the Japan Science and Technology Agency (JST) and the Japan International Cooperation Agency (JICA). Recently, under the Science and Technology Research Partnership for Sustainable Development (SATREPS) program, operated by JST, two departments of Dhaka University have been selected for the 2025 fiscal year.

JST invited Continued to page 2

global researchers to submit project proposals in three key areas: environment and energy, biological resources, and disaster prevention and mitigation. The deadline for submission was October 21, 2024. A total of 80 project proposals were submitted from different countries. A screening committee comprised of experts reviewed the proposals and selected 10 new projects, among which two are from Bangladesh—both to be led by Dhaka University.

দৈনিক শিক্ষাডটকম
dainikshiksha.com

১০০ কোটি টাকার গবেষণা প্রকল্পে নেতৃত্ব দেবে ঢাবি

দৈনিক শিক্ষাডটকম, ঢাবি

প্রকাশিত: ০৬ মে, ২০২৫ ০৭:৫৪ অপরাহ্ন

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (ঢাবি) প্রায় ১০০ কোটি টাকার দুইটি আন্তর্জাতিক গবেষণা প্রকল্পে নেতৃত্ব দেবে। এই প্রকল্পগুলোতে অর্থায়ন করবে জাপান সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি এজেন্সি (জেএসটি) ও জাপান ইন্টারন্যাশনাল কো-অপারেশন এজেন্সি (জাইকা)।

সম্প্রতি জেএসটি পরিচালিত সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি রিসার্চ পার্টনারশিপ ফর সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রামের অধীনে ২০২৫ অর্থবছরে এই দুইটি আন্তর্জাতিক গবেষণা প্রকল্পের জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দুইটি বিভাগ নির্বাচিত হয়েছে। গতকাল মঙ্গলবার বিশ্ববিদ্যালয়ের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

পরিবেশ ও শক্তি, জৈব সম্পদ, দুর্যোগ প্রতিরোধ এবং প্রশমন এ তিনটি ক্ষেত্রে জেএসটি বিশ্বব্যাপী গবেষকদের কাছ থেকে প্রকল্পের প্রস্তাব আহ্বান করে। প্রকল্পের প্রস্তাব জমা দেয়ার শেষ তারিখ ছিলো ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দের ২১ অক্টোবর। এই সময়ের মধ্যে বিভিন্ন দেশের মোট ৮০টি প্রকল্প প্রস্তাব জমা পড়ে। সেখান থেকে বিশেষজ্ঞদের সমন্বয়ে গঠিত স্ক্রিনিং কমিটি পর্যালোচনা করে ১০টি নতুন প্রকল্প নির্বাচিত করে। যার মধ্যে বাংলাদেশের দুইটি প্রকল্প নির্বাচিত হয়েছে এবং দুইটি প্রকল্পেরই নেতৃত্ব দেবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

প্রকল্পগুলো হলো ১. দুর্যোগ প্রতিরোধ ও প্রশমন বিভাগের আওতাধীন প্রকল্প 'জলবায়ু পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে প্লাবন পূর্বাভাসের উন্নতির মাধ্যমে বন্যা সহনশীল সমাজ গড়ে তোলা।

২. পরিবেশ ও শক্তি বিভাগের আওতাধীন প্রকল্প 'ঢাকা মেট্রোপলিটন এলাকায় পানির গুণগত মান তদারকি এবং বিশুদ্ধকরণ টেকনোলজি'। এই প্রকল্পের মেয়াদও পাঁচ বছর।

প্রকল্পগুলো ২০২৬ খ্রিষ্টাব্দের এপ্রিল থেকে শুরু হয়ে ২০৩১ খ্রিষ্টাব্দের মার্চ পর্যন্ত চলবে। তবে ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দের মে মাস থেকে ২০২৬ খ্রিষ্টাব্দের মার্চ পর্যন্ত প্রকল্পগুলো প্রবেশনারি পিরিয়ড হিসেবে থাকবে।

সম্প্রতি প্রকল্পের গবেষকরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন।

Public Relations Office
University of Dhaka
Dhaka-1000, Bangladesh
Phone: 55167719
E-mail: publicrelations@du.ac.bd

জনসংযোগ অফিস
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা- ১০০০, বাংলাদেশ
ফোন : ৫৫১৬৭৭১৯

The Daily Campus

শত কোটি টাকার দুই আন্তর্জাতিক প্রকল্পে নেতৃত্ব দেবে ঢাবি

০৬ মে ২০২৫, ১৮:৩৬

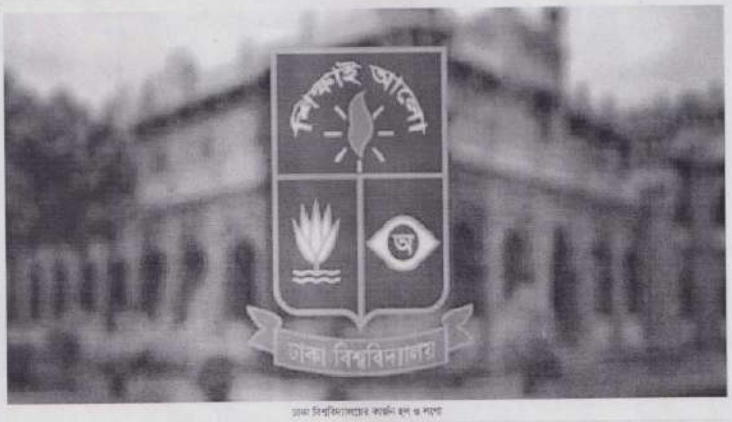

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্জন হল ও লোগো

প্রায় ১০০ কোটি টাকার দুইটি আন্তর্জাতিক গবেষণা প্রকল্পে নেতৃত্ব দেবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (ঢাবি)। এই প্রকল্পগুলোতে অর্থায়ন করবে জাপান সায়েন্স এন্ড টেকনোলজি এজেন্সি (জেএসটি) ও জাপান ইন্টারন্যাশনাল কো-অপারেশন এজেন্সি (জাইকা)। সম্প্রতি জেএসটি পরিচালিত সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি রিসার্চ পার্টনারশিপ ফর সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রামের অধীনে ২০২৫ অর্থবছরে এই দুইটি আন্তর্জাতিক গবেষণা প্রকল্পের জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দুইটি বিভাগ নির্বাচিত হয়েছে।

আজ মঙ্গলবার (৬ মে) বিশ্ববিদ্যালয়ের জনসংযোগ দফতর এক বিজ্ঞপ্তিতে জানায়, পরিবেশ ও শক্তি, জৈব সম্পদ, দুর্যোগ প্রতিরোধ এবং প্রশমন এ তিনটি ক্ষেত্রে জেএসটি বিশ্বব্যাপী গবেষকদের কাছ থেকে প্রকল্পের প্রস্তাব আহ্বান করে।

প্রকল্পের প্রস্তাব জমা দেয়ার শেষ তারিখ ছিল ২০২৪ সালের ২১শে অক্টোবর পর্যন্ত। এই সময়ের মধ্যে বিভিন্ন দেশের মোট ৮০টি প্রকল্প প্রস্তাব জমা পড়ে। সেখান থেকে বিশেষজ্ঞদের সমন্বয়ে গঠিত স্ক্রিনিং কমিটি পর্যালোচনা করে ১০টি নতুন প্রকল্প নির্বাচিত করে। যার মধ্যে বাংলাদেশের দুইটি প্রকল্প নির্বাচিত হয়েছে এবং দুইটি প্রকল্পেরই নেতৃত্ব দেবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

প্রকল্পগুলো হলো-

১) দুর্যোগ প্রতিরোধ ও প্রশমন বিভাগের আওতাধীন প্রকল্প 'জলবায়ু পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে প্লাবন পূর্বাভাসের উন্নতির মাধ্যমে বন্যা সহনশীল সমাজ গড়ে তোলা।' এই প্রকল্পে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আবহাওয়া বিজ্ঞান বিভাগের চেয়ারপার্সন ড. ফাতিমা আক্তার বাংলাদেশ অংশের প্রধান গবেষক (পিআই) হিসেবে নেতৃত্ব দেবেন। প্রকল্পে জাপান অংশের প্রধান গবেষক (পিআই) হিসেবে থাকবেন কাগাওয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ফ্যাকাল্টি অব এডুকেশনের অধ্যাপক ড. তক তেরাও। ৫০০ মিলিয়ন ইয়েনের (জাপানি মুদ্রা) এই প্রকল্প জলবায়ু পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে দুর্যোগ প্রতিরোধমূলক কৌশল উন্নয়নে ভূমিকা রাখবে। এই প্রকল্পের মেয়াদ পাঁচ বছর।

২) পরিবেশ ও শক্তি বিভাগের আওতাধীন প্রকল্প 'ঢাকা মেট্রোপলিটন এলাকায় পানির গুণগত মান তদারকি এবং বিশুদ্ধকরণ টেকনোলজি'। এই প্রকল্পের মেয়াদও পাঁচ বছর। ৫০০ মিলিয়ন ইয়েনের (জাপানি মুদ্রা) প্রকল্পটিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মৎস্যবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. আনোয়ার হোসেন বাংলাদেশ অংশের প্রধান গবেষক (পিআই) হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন। জাপানের এহিম বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. কোজো ওতানবি প্রকল্পের জাপান অংশের প্রধান গবেষক (পিআই) হিসেবে থাকবেন।

জানা গেছে, প্রকল্পগুলো ২০২৬ সালের এপ্রিল থেকে শুরু হয়ে ২০৩১ সালের মার্চ পর্যন্ত চলবে। তবে ২০২৫ সালের মে মাস থেকে ২০২৬ সালের মার্চ পর্যন্ত প্রকল্পগুলো প্রবেশনারি পিরিয়ড হিসেবে থাকবে।

সম্প্রতি প্রকল্পের গবেষকরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। এসময় উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান বলেন, জাপান আমাদের পরীক্ষিত বন্ধু। এই বন্ধুত্ব রাজনীতির ঊর্ধ্বে। প্রকল্পগুলো দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সরাসরি প্রভাব ফেলবে। এতে মানুষ উপকৃত হবে। এই ধরনের প্রকল্পগুলোকে দীর্ঘমেয়াদি ও টেকসই করতে চাই আমরা। এক্ষেত্রে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সব ধরনের সহায়তা করতে প্রস্তুত আছে।

DHAKA POST

আন্তর্জাতিক গবেষণা প্রকল্পে নেতৃত্ব দেবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক ঢাবি
৬ মে ২০২৫, ১৯:৫৪

প্রায় ১০০ কোটি টাকার দুইটি আন্তর্জাতিক গবেষণা প্রকল্পে নেতৃত্ব দেবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (ঢাবি)। এই প্রকল্পগুলোতে অর্থায়ন করবে জাপান সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি এজেন্সি (জেএসটি) ও জাপান ইন্টারন্যাশনাল কো-অপারেশন এজেন্সি (জাইকা)।

সম্প্রতি জেএসটি পরিচালিত সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি রিসার্চ পার্টনারশিপ ফর সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রামের অধীনে ২০২৫ অর্থবছরে এই দুইটি আন্তর্জাতিক গবেষণা প্রকল্পের জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দুইটি বিভাগ নির্বাচিত হয়েছে।

পরিবেশ ও শক্তি, জৈব সম্পদ, দুর্যোগ প্রতিরোধ এবং প্রশমন এ তিনটি ক্ষেত্রে জেএসটি বিশ্বব্যাপী গবেষকদের কাছ থেকে প্রকল্পের প্রস্তাব আহ্বান করে। প্রকল্পের প্রস্তাব জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ছিল ২০২৪ সালের ২১শে অক্টোবর। এই সময়ের মধ্যে বিভিন্ন দেশের মোট ৮০টি প্রকল্প প্রস্তাব জমা পড়ে। সেখান থেকে বিশেষজ্ঞদের সমন্বয়ে গঠিত স্ক্রিনিং কমিটি পর্যালোচনা করে ১০টি নতুন প্রকল্প নির্বাচিত করে। যার মধ্যে বাংলাদেশের দুটি প্রকল্প নির্বাচিত হয়েছে। দুটি প্রকল্পেরই নেতৃত্ব দেবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

১। দুর্যোগ প্রতিরোধ ও প্রশমন বিভাগের আওতাধীন প্রকল্প 'জলবায়ু পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে প্লাবন পূর্বাভাসের উন্নতির মাধ্যমে বন্যা সহনশীল সমাজ গড়ে তোলা।' এই প্রকল্পে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আবহাওয়া বিজ্ঞান বিভাগের চেয়ারপারসন ড. ফাতিমা আক্তার বাংলাদেশ অংশের প্রধান গবেষক (পিআই) হিসেবে নেতৃত্ব দেবেন। প্রকল্পে জাপান অংশের প্রধান গবেষক (পিআই) হিসেবে থাকবেন কাগাওয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ফ্যাকাল্টি অব এডুকেশনের অধ্যাপক ড. তরু তেরাও। ৫০০ মিলিয়ন ইয়েনের এই প্রকল্প জলবায়ু পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে দুর্যোগ প্রতিরোধমূলক কৌশল উন্নয়নে ভূমিকা রাখবে। এই প্রকল্পের মেয়াদ পাঁচ বছর।

২। পরিবেশ ও শক্তি বিভাগের আওতাধীন প্রকল্প 'ঢাকা মেট্রোপলিটন এলাকায় পানির গুণগত মান তদারকি এবং বিশুদ্ধকরণ টেকনোলজি'। এই প্রকল্পের মেয়াদও পাঁচ বছর। ৫০০ মিলিয়ন ইয়েনের প্রকল্পটিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মৎস্যবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. আনোয়ার হোসেন বাংলাদেশ অংশের প্রধান গবেষক (পিআই) হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন। জাপানের এহিম বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. কোজো ওতানবি প্রকল্পের জাপান অংশের প্রধান গবেষক (পিআই) হিসেবে থাকবেন।

প্রকল্পগুলো ২০২৬ সালের এপ্রিল থেকে শুরু হয়ে ২০৩১ সালের মার্চ পর্যন্ত চলবে। তবে ২০২৫ সালের মে মাস থেকে ২০২৬ সালের মার্চ পর্যন্ত প্রকল্পগুলো প্রবেশনারি পিরিয়ড হিসেবে থাকবে।

সম্প্রতি প্রকল্পের গবেষকরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। এ সময় উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান বলেন, জাপান আমাদের পরীক্ষিত বন্ধু। এই বন্ধুত্ব রাজনীতির ঊর্ধ্বে। প্রকল্পগুলো দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সরাসরি প্রভাব ফেলবে। এতে মানুষ উপকৃত হবে। এই ধরনের প্রকল্পগুলোকে দীর্ঘমেয়াদি ও টেকসই করতে চাই আমরা। এক্ষেত্রে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সব ধরনের সহায়তা করতে প্রস্তুত আছে।

সাদ আদনান রনি/এমজে

BD24 LiVE
www.bd24live.com 24 HOURS WITH NEWS

প্রচ্ছদ / ক্যাম্পাস / ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় / বিস্তারিত

আরিফ জাওয়াদ
ঢাবি প্রতিনিধি

প্রকাশিত : ০৬ মে, ২০২৫, ১১:৩৮ রাত

জাপানের অর্থায়নে প্রায় শত কোটি টাকার দুই আন্তর্জাতিক গবেষণা প্রকল্পে নেতৃত্ব দেবে ঢাবি

ছবি: প্রতিনিধি, বিডি২৪লাইভ

প্রায় ১০০ কোটি টাকার সমপরিমাণ দুইটি আন্তর্জাতিক গবেষণা প্রকল্পে নেতৃত্ব দিতে যাচ্ছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (ঢাবি)। এসব প্রকল্পে অর্থায়ন করবে জাপান সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি এজেন্সি (JST) এবং জাপান ইন্টারন্যাশনাল কো-অপারেশন এজেন্সি (JICA)।

সম্প্রতি JST পরিচালিত 'সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি রিসার্চ পার্টনারশিপ ফর সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট' (SATREPS) কর্মসূচির আওতায় ২০২৫ অর্থবছরের জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দুটি বিভাগ আন্তর্জাতিক গবেষণা প্রকল্পে নেতৃত্ব দেওয়ার সুযোগ পেয়েছে।

জানা গেছে, পরিবেশ ও শক্তি, জৈব সম্পদ, এবং দুর্যোগ প্রতিরোধ ও প্রশমন—এই তিনটি খাতে বিশ্বব্যাপী গবেষকদের কাছ থেকে প্রকল্প প্রস্তাব আহ্বান করেছিল JST। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে মোট ৮০টি প্রস্তাব জমা পড়ে। সেগুলোর মধ্যে থেকে বিশেষজ্ঞদের সমন্বয়ে গঠিত স্ক্রিনিং কমিটি ১০টি প্রকল্প চূড়ান্তভাবে নির্বাচিত করে। এর মধ্যে বাংলাদেশের দুটি প্রকল্পও অন্তর্ভুক্ত হয়েছে—দুটিরই নেতৃত্ব দেবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

প্রকল্প দুটি ২০২৬ সালের এপ্রিল থেকে ২০৩১ সালের মার্চ পর্যন্ত পাঁচ বছর মেয়াদে বাস্তবায়িত হবে। এর আগে ২০২৫ সালের মে থেকে ২০২৬ সালের মার্চ পর্যন্ত থাকবে 'প্রবেশনারি পিরিয়ড'।

নির্বাচিত প্রকল্পসমূহ:

১. জলবায়ু পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে প্লাবন পূর্বাভাসের উন্নতির মাধ্যমে বন্যা সহনশীল সমাজ গড়ে তোলা এই প্রকল্পের নেতৃত্ব দেবেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আবহাওয়া বিজ্ঞান বিভাগের চেয়ারপার্সন ড. ফাতিমা আক্তার। জাপান অংশের প্রধান গবেষক হবেন কাগাওয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. তরু তেরাও। ৫০০ মিলিয়ন ইয়েনের এই প্রকল্প জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় টেকসই বন্যা পূর্বাভাস এবং দুর্যোগ প্রতিরোধ কৌশল বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

২. ঢাকা মেট্রোপলিটন এলাকায় পানির গুণগত মান তদারকি এবং বিশুদ্ধকরণ প্রযুক্তি এই প্রকল্পের বাংলাদেশ অংশের প্রধান গবেষক হিসেবে রয়েছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মৎস্যবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. আনোয়ার হোসেন। জাপান অংশে নেতৃত্ব দেবেন এহিম বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. কোজো ওয়াতানাবে। এ প্রকল্পের বরাদ্দও ৫০০ মিলিয়ন ইয়েন। এটি নগর অঞ্চলের নিরাপদ পানি সরবরাহ ও ব্যবস্থাপনা উন্নয়নে সহায়ক হবে।

সম্প্রতি উক্ত প্রকল্পগুলোর গবেষকরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খানের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন। এসময় উপাচার্য বলেন, "জাপান আমাদের দীর্ঘদিনের পরীক্ষিত বন্ধু। এই বন্ধুত্ব রাজনীতির ঊর্ধ্বে। প্রকল্পগুলো দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সরাসরি ভূমিকা রাখবে। আমরা এসব উদ্যোগকে দীর্ঘমেয়াদি ও টেকসই করতে চাই, এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এ ক্ষেত্রে সবধরনের সহায়তা দিতে প্রস্তুত।"

স্বদেশ প্রতিদিন

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আয়োজনে পঞ্চম জাইকা চেয়ার লেকচার

● নিজস্ব প্রতিবেদক

জাপান ইন্টারন্যাশনাল কো-অপারেশন এজেন্সি (জাইকা) ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জাপানিজ স্টাডিজ বিভাগের যৌথ আয়োজনে গতকাল সকাল ১১টায় নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনে অনুষ্ঠিত হয়েছে 'জাপান ও বাংলাদেশের নার্সিং -এর ইতিহাস ও ভবিষ্যৎ' শীর্ষক পঞ্চম জাইকা চেয়ার লেকচার। সেমিনারে মূল বক্তব্য প্রদান করেন কোবে সিটি কলেজ অব নার্সিং -এর এমেরিটাস অধ্যাপক ও ইন্টারন্যাশনাল কাউন্সিল অব নার্সেসের সাবেক সভাপতি ড. হিরোকো মিনামি। শুরুতেই তিনি আধুনিক নার্সিং সেবার ঐতিহাসিক বিকাশ এবং কীভাবে সমাজের সংকটকালীন সময় নার্সদের ব্যক্তিত্ব ও পেশা বিকাশে ভূমিকা রেখেছে, তা তুলে ধরেন। তিনি জাপানের নার্সিং শিক্ষা ব্যবস্থা, পাঠ্যক্রম ও নার্সদের ক্যারিয়ার বিকাশ নিয়ে আলোচনা করেন। সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের সচিব মো. সাইদুর রহমান এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের সচিব ডা. মো. সারোয়ার বারী। বক্তব্যে, মো. সাইদুর রহমান জাপানের নার্সিং শিক্ষা ব্যবস্থার বিকাশ থেকে শেখার প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দেন; একইসাথে, তিনি নার্সদের ক্যারিয়ার গঠনে জাইকার সহায়তায় সরকারি উদ্যোগ নিয়েও আলোচনা করেন। সেমিনারে বিশেষ অতিথি হিসেবে আরও উপস্থিত ছিলেন জাইকা বাংলাদেশ অফিসের চিফ রিপ্রেজেন্টেটিভ ইচিগুচি তোমোহিদে। সেমিনার সফল করে তুলতে ভূমিকা রাখায় তিনি জাপানিজ স্টাডিজ বিভাগসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানান। তিনি এ সেমিনারকে বাংলাদেশের মধ্যম আয়ের দেশে উত্তরণের পথে জাইকার সহযোগিতামূলক উদ্যোগের সূচনা বলে উল্লেখ করেন। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে আরও উপস্থিত ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের অধ্যাপক ও ডিন ড. তৈয়েবুর রহমান।

অনুষ্ঠানে উদ্বোধনী বক্তব্য প্রদান করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জাপানিজ স্টাডিজ বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ও ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান ড. দিলরুবা শারমিন। তিনি জাইকা ও গবেষকগণসহ সংশ্লিষ্ট সকল অংশীজনদের আন্তরিক অংশগ্রহণের জন্য ধন্যবাদ জানান। সেমিনারে আরও উপস্থিত ছিলেন জাপান ভিজিটিং নার্সিং ফাউন্ডেশনের প্রেসিডেন্ট ড. ইয়ায়োই তামুরা এবং মিয়ে প্রেফেকচারাল কলেজ অব নার্সিং- এর চেয়ার অব দ্য বোর্ড অব ট্রাস্টিজ ও সভাপতি ড. নোরিকো কাটাদা।

The New Age

JICA, DU arrange 5th JICA chair lecture

Staff Correspondent

JAPAN International Cooperation Agency and the department of Japanese studies at the University of Dhaka collaborated to organise the 5th JICA chair lecture on the 'History and future of nursing in Japan and Bangladesh,' on DU campus Tuesday.

Hiroko MINAMI, professor emeritus, Kobe City College of Nursing, and former president of the International Council of Nurses, delivered the keynote lecture, said a press release.

The seminar was graced by Md Saidur Rahman, secretary, health services division, as chief guest, and Md Sarwar Bari, secretary, medical education and family welfare division, as special guest.

Ichiguchi Tomohide, chief representative, JICA Bangladesh office, joined the event and expressed his thanks to all concerned. Taiabur Rahman, professor and dean, faculty of social sciences, DU, was also present.

Dilruba Sharmin, associate professor and acting chairman of Japanese studies department, delivered the introductory remarks. Yayoi TAMURA, president, Japan Visiting Nursing Foundation and Noriko Katada, chair of the board of trustees, president, Mie Prefectural College of Nursing, attended the seminar and participated in the Q&A session.

The Daily Industry

JICA and DU arrange Fifth JICA Chair Lecture

Japan International Cooperation Agency (JICA) and the Department of Japan Studies from the University of Dhaka have collaborated to organise the Fifth JICA Chair Lecture on the 'History and Future of Nursing in Japan and Bangladesh' on May 6, 2025, at 11:00 am at the Nabab Nawab Ali Chowdhury Senate Bhaban, University of Dhaka. Dr. Hiroko MINAMI, Professor Emeritus at Kobe City College of Nursing and former President of the International Council of Nurses, delivered the keynote lecture. At the outset, she highlighted the historical development of modern nursing services and how societal crises shaped nurses' personalities and professionalism worldwide. She then explained the nursing education system in Japan, including the curriculum and the career path of nurses. The seminar was graced by Md. Saidur Rahman, Secretary of the Health Services Division, as the Chief Guest, and Md. Sarwar Bari, Secretary of the Medical Education and Family Welfare Division, was the Special Guest.

নয়া দিগন্ত

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ৫ম জাইকা চেয়ার লেকচার অনুষ্ঠিত

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় জাপানিজ স্টাডিজ বিভাগের উদ্যোগে 'The History and Future of Nursing in Japan and Bangladesh' শীর্ষক পঞ্চম জাইকা চেয়ার লেকচার গতকাল মঙ্গলবার নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবন মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের সচিব ■ ১১ পৃ: ৪-এর কলামে

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ৫ম জাইকা চেয়ার

৩য় পৃষ্ঠার পর

মো: সাইদুর রহমান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন। ইন্টারন্যাশনাল কাউন্সিল অব নার্সেসের সাবেক সভাপতি ও জাপানের ইমেরিটাস অধ্যাপক ড. হিরোকো মিনামি অনুষ্ঠানে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন।

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের সচিব ডা: মো: সারোয়ার বারী, নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইসমাইল, বাংলাদেশে নিযুক্ত জাইকার চিফ রিপ্রেজেন্টেটিভ ইচিগুচি তমোহিদ এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. তৈয়েবুর রহমান অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন। জাপান ভিজিটিং নার্সিং ফাউন্ডেশনের সভাপতি ডা: ইয়াওই তামুরা এবং মি প্রিফেকচুয়াল কলেজ অব নার্সিংয়ের সভাপতি ডা: নোরিকো কাতাদা অনুষ্ঠানে অতিথি বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। জাপানিজ স্টাডিজ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারপারসন ড. দিলরুবা শারমিন স্বাগত বক্তব্য দেন।

১ বছর পর ঢাবির সুইমিংপুলের কার্যক্রম শুরু

দীর্ঘ এক বছর পর পরীক্ষামূলকভাবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (ঢাবি) সুইমিংপুলের কার্যক্রম আবার শুরু হয়েছে। ভিসি অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান গত সোমবার সন্ধ্যায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে এই কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন। প্রাথমিকভাবে সীমিত আকারে সুইমিংপুলের কার্যক্রম পরিচালনা করা হবে। সুইমিংপুলের প্রয়োজনীয় আরো সংস্কার, লাইফ গার্ড ও অন্যান্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার পর শিক্ষার্থীদের সুইমিং এবং সুইমিংপুলের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পুরোদমে শুরু হবে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ ও সুইমিংপুল পরিচালনা কমিটির সভাপতি অধ্যাপক ড. এম জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরীর সভাপতিত্বে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রোভিসি (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. সায়মা হক বিদিশা, বাংলাদেশ সরকারি কর্মকমিশনের সদস্য অধ্যাপক ড. মো: শরীফ হোসেন, প্রক্টর সহযোগী অধ্যাপক সাইফুদ্দীন আহমদ, শারীরিক শিক্ষা কেন্দ্রের উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. এস এম মোস্তফা আল মামুন এবং ভারপ্রাপ্ত পরিচালক এস এম জাকারিয়াসহ বিভিন্ন অনুষদের ডিন, শিক্ষক, শিক্ষার্থী, কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা উপস্থিত ছিলেন। বিজ্ঞপ্তি।

Public Relations Office
University of Dhaka
Dhaka-1000, Bangladesh
Phone: 55167719
E-mail: publicrelations@du.ac.bd

জনসংযোগ অফিস
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা- ১০০০, বাংলাদেশ
ফোন : ৫৫১৬৭৭১৯

২৪ বৈশাখ ১৪৩২

DU in Media

07 May 2025

আমাদের সময়

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রূপ বদলে যাচ্ছে

পাঁচ বছরের মেগা প্রকল্প

- ব্যয় হবে ২ হাজার ৮৪২ কোটি টাকা
- আবাসিক, একাডেমিকসহ ৪১ নতুন ভবন
- আধুনিকায়ন হবে কেন্দ্রীয় খেলার মাঠ ও কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার
- ১২ তলা ডাকসু ও ২০ তলার প্রশাসনিক ভবন

কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের মডেল

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রূপ বদলে যাচ্ছে

Public Relations Office
University of Dhaka
Dhaka-1000, Bangladesh
Phone: 55167719
E-mail: publicrelations@du.ac.bd

জনসংযোগ অফিস
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা- ১০০০, বাংলাদেশ
ফোন : ৫৫১৬৭৭১৯

২৪ বৈশাখ ১৪৩২

DU in Media

07 May 2025

২৮৪১.৮৬ কোটি টাকার মহাপরিকল্পনা

ঢাবি হয়ে উঠছে দেশের শীর্ষ শিক্ষাগত উৎকর্ষ কেন্দ্র

Published : Tuesday, 6 May, 2025 at 7:11 PM

নাঈমুর রহমান ইমন

৩০৫.২১ একর জুড়ে বিস্তৃত ও ব্যাপক রূপান্তরের অঙ্গীকার নিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) ১০৩ বছরের পুরোনো ক্যাম্পাস তার ইতিহাসের সবচেয়ে বড় পুনর্গঠনের পথে অগ্রসর হচ্ছে।

ডেইলি অবজারভারের বিশেষ সাক্ষাৎকারে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমেদ খান বলেন, "প্রস্তাবিত উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় সরকার থেকে প্রায় ২৮৪১ কোটি টাকার একটি বিশেষ বরাদ্দ পেয়েছে।" তবে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিকল্পনা ও উন্নয়ন দপ্তরের পরিচালক মোহাম্মদ জাবেদ আলম মৃধা নিশ্চিত করেন যে প্রকৃত বরাদ্দের পরিমাণ ২ হাজার ৮৪১ কোটি ৮৬ লাখ টাকা (প্রায় ২৮.৪১৮৬ বিলিয়ন টাকা)।

"প্রকল্প অনুমোদনের জন্য প্রয়োজনীয় ১১টি ধাপের মধ্যে আমরা ইতোমধ্যে ৯টি ধাপ সফলভাবে সম্পন্ন করেছি, এখন কেবল ২টি ধাপ বাকি," বলেন ড. নিয়াজ আহমদ খান।

তিনি আরও জানান, এই প্রকল্পটি যদি জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটির (একনেক) চূড়ান্ত অনুমোদন পায়, তবে এটি হবে একটি গুরুত্বপূর্ণ অর্জন।

"এই মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়িত হলে আগামী এক দশকের মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এক অভূতপূর্ব উচ্চতায় পৌঁছাতে পারবে। এই স্বপ্ন বাস্তবায়নে আমরা দিন-রাত পরিশ্রম করছি এবং সরকারের প্রতিটি স্তরের দপ্তরের সঙ্গে যোগাযোগ রেখেছি," এমনটাই বলেন ঢাবি উপাচার্য।

Latest news of The Daily Observer now in Google News

বিশ্ববিদ্যালয়টি "ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভবিষ্যৎ উন্নয়ন" শীর্ষক একটি বিস্তৃত মহাপরিকল্পনার আওতায় তার একাডেমিক, আবাসিক ও প্রশাসনিক কাঠামোকে নতুনভাবে গড়ার এক রূপান্তরমূলক যাত্রা শুরু করেছে। ৩০৫.২১ একর জায়গা জুড়ে বিস্তৃত এই পরিকল্পনায় রয়েছে পাঁচটি উপকেন্দ্রিক ক্যাম্পাস ও কক্সবাজারে একটি গবেষণা কেন্দ্র, যা স্থাপত্যগত আধুনিকায়ন, উন্নত যোগাযোগব্যবস্থা ও উন্নত সুবিধাসমূহের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের অভিজ্ঞতা ও একাডেমিক পরিবেশকে নতুনভাবে সংজ্ঞায়িত করার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে।

এক শতাব্দী পুরোনো প্রতিষ্ঠানের নতুন দৃষ্টিভঙ্গি

বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে ৯৮৯টি স্থাপনা রয়েছে। নতুন মহাপরিকল্পনার আওতায় এদের মধ্যে ৫৮৩টি ভবন ভেঙে ৯২টি আধুনিক সুবিধাসম্পন্ন ভবন নির্মাণ করা হবে, যার মধ্যে থাকবে একাডেমিক ভবন, আবাসিক হল ও প্রশাসনিক কেন্দ্র। এই পুনর্গঠনের কাজ তিনটি প্রধান ধাপে বাস্তবায়িত হবে, যা পরিকল্পনা কমিশনের সুপারিশকৃত সংশোধনের পর জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটির (একনেক) চূড়ান্ত অনুমোদনের ওপর নির্ভরশীল।

আসন্ন অর্থবছরের শুরুতেই অনুমোদন পাওয়া গেলে ২৮৪১ কোটি ৮৬ লাখ টাকার এই প্রকল্পের প্রথম ধাপ ২০৩০ সালের মধ্যে বাস্তবায়িত হওয়ার প্রত্যাশা করা হচ্ছে। তবে মহাপরিকল্পনায় কিছু পরিমার্জনা ডেইলি অবজারভারকে নিশ্চিত করা হয়েছে।

একনজরে মাস্টারপ্ল্যানের মানচিত্র

মূল ধারণাটি হলো একটি "আধা-গ্রিড" একাডেমিক নগরী গড়ে তোলা। যেখানে হাঁটার উপযোগী পথ, সবুজ করিডোর এবং শিক্ষার্থীবান্ধব উন্মুক্ত স্থানের মাধ্যমে কলা, বিজ্ঞান এবং ব্যবসায় শিক্ষা অনুষদসমূহ পরস্পরের সঙ্গে সংযুক্ত থাকবে। প্রশাসনিক ভবন এবং কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার এই একাডেমিক কেন্দ্রবিন্দুর মূল ভিত্তি হবে। আর নতুন আবাসিক হলগুলো এমনভাবে পরিকল্পিত হবে যাতে কোনো শিক্ষার্থী তার শ্রেণিকক্ষ থেকে ১০ মিনিটের বেশি দূরে না থাকে।

পরিবেশগত বিষয়গুলো মহাপরিকল্পনার মধ্যে একীভূত করা হয়েছে। হ্রদের জালিকা, বৃক্ষবেষ্টিত পথ এবং ফোয়ারাগুলো ক্যাম্পাসে শীতল মাইক্রোক্লাইমেট তৈরি করবে। খেলাধুলা ও সাংস্কৃতিক জীবন সমৃদ্ধ করতে উন্মুক্ত মাঠ, জিমনেসিয়াম এবং বার্ষিক উৎসব ও আয়োজনের জন্য সংস্কারকৃত স্থানের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।

কেন্দ্রীয় খেলার মাঠকে আধুনিক ক্রীড়া সুবিধাসম্পন্ন একটি স্টেডিয়ামে রূপান্তর করার পরিকল্পনা রয়েছে। এছাড়া, কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারের মতো গুরুত্বপূর্ণ জনস্মৃতি চিহ্নসমূহ ক্যাম্পাসের নকশায় বিশেষ গুরুত্ব পাওয়ার কথা থাকলেও ঢাকা মেডিকেল কলেজের আপত্তির কারণে এ পরিকল্পনা বাতিল করা হয়েছে।

প্রথম ধাপ: মূল উন্নয়ন কার্যক্রমের সূচনা

প্রথম ধাপে গুরুত্ব দেওয়া হবে মূল অবকাঠামোগত উন্নয়নে। এই ধাপে মোট ৩১টি নতুন ভবন নির্মিত হবে। বর্তমানে একতলা বিশিষ্ট মসজিদুল জামিয়া ভেঙে সেখানে নির্মিত হবে চারতলা বিশিষ্ট একটি মসজিদ কমপ্লেক্স। যার অর্থায়ন সম্ভবত বাংলাদেশ অথবা তুরস্ক সরকার থেকে নেওয়া হবে। এ মসজিদ কমপ্লেক্সে নামাজের স্থানের পাশাপাশি কমিউনিটি সেন্টার, নারী মুসল্লীদের জন্য নামাজের নির্ধারিত স্থানসহ প্যান্ট্রি এবং শিশুদের খেলার স্থানও নির্মাণ করা হবে।

একাডেমিক অবকাঠামোর আওতায় কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের উত্তর-পশ্চিম অংশ ভেঙে একটি বড়সড় সম্প্রসারণ পরিকল্পনা করা হয়েছে। চার হাজার শিক্ষার্থী ধারণক্ষম আধুনিক সুবিধাসম্পন্ন আধা-বেজমেন্টসহ ১৩ তলা ভিত্তির উপর একটি ১২ তলা ব্লক এবং ৭ তলা ভিত্তির উপর একটি ৬ তলা ব্লক নির্মাণ করা হবে। ব্লক দুইটির একটি ১২ তলা এবং অপরটি ৬ তলা হবে।

একইভাবে, বর্তমান পরিসংখ্যান গবেষণা ও শিক্ষণ ইনস্টিটিউট (আইএসআরটি) ভবনটি ভেঙে আধা-বেজমেন্টসহ একটি ১০ তলা ভবন নির্মাণ করা হবে, যা মোকাররম হোসেন খন্দকার বিজ্ঞান ভবন ও আইএসআরটি প্রাঙ্গণের মাঝখানে অবস্থিত হবে এবং আইএসআরটি ও ফার্মেসি উভয় বিভাগের কাজে ব্যবহৃত হবে।

উদ্ভিদবিজ্ঞান বিভাগের দক্ষিণ-পূর্ব কোণে একটি নতুন তিনতলা একাডেমিক ভবন নির্মাণ করা হবে। চারুকলা অনুষদে বর্তমানের কয়েকটি ভবন, যেমন: কারুশিল্প, ভাস্কর্য, গ্রাফিক্স, সিরামিকস, শিল্পকলার ইতিহাস এবং থিওরিটিক্যাল টিচারস' লাউঞ্জ ভেঙে সেখানে আধা-বেজমেন্টসহ ছয়তলা ভিত্তির ওপর একটি পাঁচতলা একাডেমিক ভবন নির্মাণ করা হবে।

ব্যবসায় শিক্ষা অনুষদের বর্তমান একতলা ভবন ভেঙে সেখানে নির্মিত হবে বীর উত্তম শহিদ খাজা নিজামুদ্দিন ভূঁঞা এমবিএ টাওয়ার নামে ১১ তলা ভিত্তির ওপর একটি আধুনিক ১০ তলা ভবন। এছাড়া, বর্তমান প্রেস বিল্ডিং এবং এর পাশে থাকা টিনশেড নীলক্ষেত পুলিশ আউটপোস্ট ভেঙে একটি নতুন প্রেস ও একাডেমিক ভবন নির্মাণ করা হবে। এই কমপ্লেক্সে দুটি ব্লক থাকবে। একটি ১২ তলা ভিত্তির ওপর ১১ তলা ভবন এবং অন্যটি ৬ তলা ভিত্তির ওপর ৫ তলা ভবন।

ছাত্রী হল নির্মাণ ও সম্প্রসারণ

নিউ মার্কেটের পেছনে অবস্থিত শাহনেওয়াজ হোস্টেল ভেঙে সেখানে ১৫ তলা বিশিষ্ট একটি আবাসিক ভবন নির্মাণ করা হবে। এখানে এক হাজার জন ছাত্রী থাকার সুযোগ পাবে। অতিরিক্ত সম্প্রসারণের মধ্যে রয়েছে শামসুন নাহার হল, যেখানে ৬০০ জন ছাত্রীর জন্য দুইটি নতুন ব্লক তৈরি করা হবে, এবং লেদার ইঞ্জিনিয়ারিং ইনস্টিটিউট প্রাঙ্গণে ৫০০ জন ছাত্রীর জন্য ১০ তলা বিশিষ্ট একটি নতুন হল নির্মাণ করা হবে। একই ধরনের উন্নয়ন করা হবে বাংলাদেশ-কুয়েত মৈত্রী হলে। হাউজ টিউটর কোয়ার্টার ও সিকদার মনোয়ারা বিল্ডিং ভেঙে সেখানে ৫০০ ছাত্রীর জন্য ১০ তলা বিশিষ্ট সম্প্রসারিত ভবন নির্মাণ করা হবে। ছাত্রীদের প্রতিটি হলে ২০টি ফ্ল্যাটসহ ১১ তলা বিশিষ্ট হাউজ টিউটর কোয়ার্টার যোগ করা হবে।

ছাত্র হল সম্প্রসারণ

ছাত্রদের জন্য উল্লেখযোগ্য উন্নয়নের মধ্যে রয়েছে শহীদ সার্জেন্ট জহুরুল হক হল। যেখানে টিনশেড সরিয়ে ১,৩০০ ছাত্রের জন্য দুটি নতুন ব্লক নির্মাণ করা হবে। মাস্টারদা সূর্য সেন হলে ১১ তলা একটি ভবন সংযোজন করা হবে, যেখানে ১,১০০ ছাত্র থাকার ব্যবস্থা থাকবে। ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ হলে বর্তমানে থাকা আতাউর রহমান খান খাদিম ভবন ও ক্যাফেটেরিয়া ভেঙে তিনটি ব্লক নির্মাণ করা হবে, যার মধ্যে সর্বোচ্চ ব্লকটি হবে ১৫ তলা। একইভাবে হাজী মুহম্মদ মহসিন হল ও ড. কুদরত-ই-খুদা হলে বড় আকারের রূপান্তর ঘটিয়ে যথাক্রমে ১,০০০ ও ৫০০ ছাত্রের জন্য বহুতল ভবন নির্মাণ করা হবে। ছাত্রীদের হলগুলোর মতো প্রতিটি ছাত্রদের হলেও ২০টি ফ্ল্যাটবিশিষ্ট ১১ তলা হাউজ টিউটর কোয়ার্টার নির্মাণ করা হবে।

দুইতলা বিশিষ্ট প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর বাংলো। এছাড়া সাউথ ফুলার রোডে ভবন নম্বর ১২ ও ১৩ ভেঙে ১১২টি ফ্ল্যাটবিশিষ্ট ১৫ তলা একটি শিক্ষক আবাসিক ভবন নির্মাণ করা হবে।

অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনাগুলোর মধ্যে, শিববাড়ি এলাকায় চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারীদের আবাসিক কোয়ার্টার ভেঙে নির্মিত হবে শহীদ বুদ্ধিজীবী ডা. মুর্তজা মেডিকেল সেন্টার। বর্তমান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) ভবনের স্থলে নির্মিত হবে ১২ তলা বিশিষ্ট একটি বহুবিধ ব্যবহারের ভবন, এবং প্রশাসনিক ভবনটি পুনর্গঠন করে দুটি ব্লকে রূপ দেওয়া হবে। একটি ২০ তলা এবং অন্যটি ৪ তলা।

পাশাপাশি, শারীরিক শিক্ষা কেন্দ্রের জন্য প্রি-ইঞ্জিনিয়ারড জিমনেসিয়ামের নির্মাণকাজও সম্পন্ন করা হবে। এর আওতায় ২,০৪০ বর্গমিটার গ্যালারি, ১০,৯০০ বর্গমিটার খেলার মাঠ, ২,৯০০ বর্গমিটার বাস পার্কিং এবং ৪,০৩২ বর্গমিটার আয়তনের একটি পরিচালক কার্যালয় ও খেলোয়াড়দের জন্য আবাসন নির্মাণ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

শারীরিক শিক্ষা কেন্দ্র ও জগন্নাথ হল মাঠের পাশে জনসাধারণের জন্য শৌচাগার নির্মাণ করা হবে, এবং ক্যাম্পাসের পানি নিষ্কাশন নেটওয়ার্ক ২৪ হাজার ৮২০ মিটার পর্যন্ত সম্প্রসারিত করা হবে। ক্যাম্পাসের পরিচ্ছন্নতা ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করতে নির্ধারিত স্থানে বর্জ্য ফেলার বিনও স্থাপন করা হবে।

অবকাঠামোগত দিক থেকে পরিকল্পনার মধ্যে রয়েছে জলাধারগুলোর (জগন্নাথ হলের পুকুর, শহীদুল্লাহ্ হলের পুকুর এবং এফএইচ হল ও শহীদুল্লাহ্ হলের পুকুর) সংস্কার ও সৌন্দর্যবর্ধন, সড়ক নেটওয়ার্ক ও সার্ভিস লাইন উন্নয়ন এবং বিদ্যমান ইউটিলিটি লাইন মেরামত ও স্থানান্তর।

দ্বিতীয় ধাপ: বিদ্যমান ভবনসমূহের আধুনিকায়ন

১৫১ কোটি টাকার নির্ধারিত বাজেটসহ দ্বিতীয় ধাপে ১৭৩টি বিদ্যমান ভবনের সংস্কার ও আধুনিকায়নের কাজ সম্পন্ন করা হবে, যাতে সেগুলো আধুনিক একাডেমিক মানের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়। এই ধাপে সকল অনুষদ ও সুবিধাসমূহে পুরোনো ভবনগুলোর নিরাপত্তা, সৌন্দর্য এবং কার্যকারিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সংস্কারকাজ করা হবে।

তৃতীয় ধাপ: সংযুক্তি এবং ভবিষ্যতের প্রস্তুতি

তৃতীয় ধাপে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উদ্ভাবন হলো একটি আন্ডারগ্রাউন্ড টানেল নির্মাণ, যা মহসিন হল থেকে শুরু হয়ে নীলক্ষেত হয়ে পালাশী পর্যন্ত বিস্তৃত থাকবে। এই টানেল ক্যাম্পাসের যানজট কমাতে এবং শিক্ষার্থীদের চলাচল সহজ করতে সহায়ক হবে।

যদিও প্রথম ধাপ সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য প্রকাশ করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট কিছু কাজ এখনও অসম্পূর্ণ থাকায় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ দ্বিতীয় এবং তৃতীয় ধাপ সম্পর্কে নির্দিষ্ট তথ্য জানাতে রাজি নয়।

২৮.৯৩ একরের উপকেন্দ্রিক ক্যাম্পাস

কেন্দ্রীয় ক্যাম্পাসের বাইরে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপকেন্দ্রিক ক্যাম্পাসগুলোতেও নির্দিষ্ট পরিকল্পনার ভিত্তিতে উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালিত হবে।

নিউমার্কেট ক্যাম্পাস (৭.৭১ একর)

এখানে অবস্থিত রয়েছে ইনস্টিটিউট অব সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার অ্যান্ড রিসার্চ এবং গুরুত্বপূর্ণ নারী আবাসিক হলসমূহ। শাহনেওয়াজ হোস্টেলের পরিবর্তে ছাত্রীদের পরিকল্পিত নতুন হলের নাম পরিবর্তন করে 'জয় বাংলা হল' রাখার একটি বিতর্কিত পরিকল্পনা ছাত্র-জনতার প্রতিবাদের মুখে নাম পরিবর্তনের পরিকল্পনা রাখা হয়েছে।

হাজারিবাগ ক্যাম্পাস (১২.৩৭ একর)

এখানে অবস্থিত রয়েছে লেদার ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেকনোলজি ইনস্টিটিউট। এই স্থানে নতুন আবাসিক হল নির্মাণ এবং কর্মরত কর্মচারীদের জন্য আধুনিক কোয়ার্টার স্থাপনের পরিকল্পনা রয়েছে।

আজিমপুর ক্যাম্পাস (১.৬০ একর)

এটি মূলত নারী শিক্ষার্থীদের জন্য নির্ধারিত। এখানে তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের আবাসন এবং বাইতুন নূর জামে মসজিদ অবস্থিত।

গ্রিন রোড ক্যাম্পাস (৬.১২ একর)

এখানে দুটি একাডেমিক ভবন, একটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রিন সুপারমার্কেট এবং শিক্ষার্থীদের (একটি ছেলেদের জন্য, একটি মেয়েদের জন্য) ও হাউজ টিউটরদের জন্য সম্প্রসারিত আবাসনের মাধ্যমে উন্নয়ন করা হবে।

ধানমন্ডি ক্যাম্পাস (০.১৩ একর)

শুরুতে এটি ব্যাচেলর শিক্ষকদের আবাসনের জন্য পরিকল্পিত ছিল। তবে এখন এই স্থানে শিক্ষার্থীদের জন্য আবাসিক হল সম্প্রসারণ করা হবে।

কক্সবাজারের গবেষণা কেন্দ্র (১ একর)

কক্সবাজার সমুদ্র সৈকতের লাবণী পয়েন্ট থেকে সমুদ্রতট সংলগ্ন কবিতা চত্বর এলাকায় অবস্থিত এই কেন্দ্রটি সামুদ্রিক জীববিজ্ঞান ও পরিবেশগত গবেষণায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক সম্প্রসারণের প্রতীক।

বিবিধ পরিকল্পনা

মহাপরিকল্পনা ছাড়াও বিভিন্ন দান-অনুদানেও ঢাবি নতুন নতুন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে যাচ্ছে। পূর্ববর্তী একটি সরকারি উদ্যোগে বাতিল হওয়া ঐতিহাসিক ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্র (টিএসসি) পুনর্নির্মাণের কাজ এখন বিশ্ববিদ্যালয় নিজের উদ্যোগে বাস্তবায়ন করবে। এদিকে, ঐতিহ্যবাহী কার্জন হল এলাকায় উন্নয়ন কার্যক্রম কঠোর প্রত্নতাত্ত্বিক সংরক্ষণ প্রোটোকল অনুসরণ করে পরিচালিত হবে। শীঘ্রই পেট্রোলিয়াম রপ্তানিকারক দেশগুলির আন্তঃসরকারি সংস্থা (ওপেক) থেকেও বড় অঙ্কের অনুদান পেতে যাচ্ছে ঢাবি।

একাডেমিক উৎকর্ষ, অবকাঠামো উন্নয়ন এবং শিক্ষার্থীদের কল্যাণ নিশ্চিত করতে এ বিশ্ববিদ্যালয় আরও একাধিক গুরুত্বপূর্ণ খাতে অগ্রসর হচ্ছে। জাপানের জাপান সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি এজেন্সি (জেএসটি) এবং জাপান ইন্টারন্যাশনাল কো-অপারেশন এজেন্সি (জাইকা) এর অর্থায়নে প্রায় ১০০ কোটি টাকার দুটি আন্তর্জাতিক গবেষণা প্রকল্পে নেতৃত্ব দেবে ঢাবি। বন্যা সহনশীলতা এবং পানি বিশুদ্ধকরণ প্রযুক্তি নিয়ে পাঁচ বছর মেয়াদি এই প্রকল্প দুটি জেএসটির সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি রিসার্চ পার্টনারশিপ ফর সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রামের আওতায় নির্বাচিত হয়েছে এবং ২০২৬ সাল থেকে কার্যক্রম শুরু হবে। বাংলাদেশ অংশের গবেষণা কার্যক্রমের নেতৃত্ব দেবেন ঢাবির গবেষকরা।

অবকাঠামো উন্নয়নের অংশ হিসেবে বৃহস্পতিবার থেকে কলা ভবন ও লেকচার থিয়েটার ভবনের মাঝের রাস্তা সংস্কারের কাজ শুরু হতে যাচ্ছে। ৫৬৫ ফুট দৈর্ঘ্যের এই রাস্তার আরসিসি ঢালাইয়ে ব্যয় হবে ২৮.৩৫ লাখ টাকা, এবং ২৩ মে পর্যন্ত যানবাহন চলাচল বন্ধ থাকবে। একইসঙ্গে, মুক্তিযোদ্ধা জিয়াউর রহমান হলের সামনের ৬৭৫ ফুট দীর্ঘ আরেকটি

রাস্তাও জুন মাসে সংস্কার করা হবে, যার জন্য বরাদ্দ রাখা হয়েছে ৩১ লাখ টাকা। উভয় প্রকল্পই বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব অর্থায়নে বাস্তবায়িত হচ্ছে।

এর পাশাপাশি আসন্ন বর্ষা মৌসুমকে সামনে রেখে ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন (ডিএসসিসি) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় জলাবদ্ধতা নিরসনে একটি বিস্তৃত ড্রেনেজ উন্নয়ন কার্যক্রম শুরু করতে যাচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন ও প্রকৌশলীদের সঙ্গে সমন্বয়ে পরিচালিত এই উদ্যোগটি শিক্ষার্থীদের আবাসিক হল ও একাডেমিক ভবনসমূহকে মৌসুমি জলাবদ্ধতা থেকে সুরক্ষা দেওয়ার লক্ষ্য নিয়ে নেওয়া হয়েছে।

ঢাবির এই মহাপরিকল্পনা প্রতিষ্ঠানটির উন্নয়ন ইতিহাসে এক যুগান্তকারী পরিকল্পনা হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। টেকসই উন্নয়ন, একাডেমিক উৎকর্ষ এবং শিক্ষার্থীদের কল্যাণকে কেন্দ্র করে গঠিত এই পরিকল্পনার লক্ষ্য হলো বিশ্ববিদ্যালয়কে দেশের সর্বোচ্চ উৎকর্ষ কেন্দ্র হিসেবে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা। প্রকল্পটি এখন একনেকের (জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটি) চূড়ান্ত অনুমোদনের অপেক্ষায় রয়েছে। আর এ সময় সরকার, শিক্ষা মহল এবং নাগরিক সমাজের সংশ্লিষ্ট সকল অংশীজন গভীর আগ্রহ নিয়ে তা পর্যবেক্ষণ করছে। দেশবাসী আশাবাদী যে ১০৩ বছর বয়সী এই প্রতিষ্ঠান নতুন শতাব্দীতে প্রবেশের দ্বারপ্রান্তে রয়েছে।

দৈনিক বর্তমান

দীর্ঘ ১বছর পর ঢাবি'র সুইমিংপুলের কার্যক্রম শুরু

ঢাবি প্রতিনিধি

দীর্ঘ ১বছর পর পরীক্ষামূলকভাবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সুইমিংপুলের কার্যক্রম পুনরায় শুরু হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান গতকাল ৫ মে ২০২৫ সোমবার সন্ধ্যায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে এই কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন। প্রাথমিকভাবে সীমিত আকারে সুইমিংপুলের কার্যক্রম পরিচালনা করা হবে। সুইমিংপুলের প্রয়োজনীয় আরও সংস্কার, লাইফ গার্ড নিয়োগ ও অন্যান্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার পর শিক্ষার্থীদের সুইমিং এবং সুইমিংপুলের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পুরোদমে শুরু হবে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ ও সুইমিংপুল পরিচালনা কমিটির সভাপতি অধ্যাপক ড. এম জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরীর সভাপতিত্বে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. সায়মা হক বিদিশা, বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের সদস্য অধ্যাপক ড. মো. শরীফ হোসেন, প্রক্টর সহযোগী অধ্যাপক সাইফুদ্দীন আহমদ, শারীরিক শিক্ষা কেন্দ্রের উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. এস এম মোস্তফা আল মামুন এবং ভারপ্রাপ্ত পরিচালক এস এম জাকারিয়াসহ বিভিন্ন অনুষদের ডিন, শিক্ষক, শিক্ষার্থী, কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

The Country Today

DU Swimming Pool reopens after one year

DU Correspondent

After being closed for over a year, the swimming pool at the University of Dhaka has resumed operations on a trial basis.

The Vice-Chancellor of the university, Professor Dr. Niaz Ahmed Khan, inaugurated the reopening as the chief guest on the evening of Monday.

Initially, the pool will operate on a limited scale. Full-scale swimming and training activities for students will begin once necessary renovations, lifeguard appointments, and other safety measures are completed. Continued to page 2

DU Swimming Pool

The inauguration ceremony was presided over by Prof Dr. M. Jahangir Alam Chowdhury, Treasurer of the University and Chairman of the Swimming Pool Management Committee. Among those present were Pro-Vice Chancellor (Admin) Prof Dr. Saima Haque Bidisha, Public Service Commission Member Prof Dr. Md. Sharif Hossain, Proctor Associate Prof Saifuddin Ahmed, Physical Education Centre Advisor Prof Dr. S. M. Mostafa Al Mamun, Acting Director S. M. Zakaria, as well as deans, teachers, students, officials, and staff from various faculties.

The Country Today

Renovation work to begin on road adjacent to DU Arts Building

DU Correspondent

The renovation work of the road between Dhaka University's Arts Building and Lecture Theatre Building (up to Madhur Canteen) will begin on Thursday.

Funded by the university itself, the 565-foot long and 25.5-foot wide road will be overlaid with 4-inch RCC concrete. The estimated cost of the renovation is BDT 28.35 lakh.

Due to the construction work, all types of vehicular movement on this road will be restricted from May 8 to May 23. Everyone is requested to use alternative routes during this period.

Besides, the renovation of the road from in front of Muktijoddha Ziaur Rahman Continued to page 2

Renovation work to

Hall to the corner near Sir P. J. Hartog International Hall is expected to begin in the last week of June. This project, too, will be funded by the university.

The 675-foot long and 20-foot wide road will also receive a 4-inch RCC concrete layer, with an estimated cost of BDT 31 lakh. The implementation process for this project is currently underway.

দৈনিক বর্তমান

ঢাবির কলা ভবন সংলগ্ন রাস্তা সংস্কারের কাজ শুরু হচ্ছে

ঢাবি প্রতিনিধি

আগামী ৮ মে বৃহস্পতিবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা ভবন ও লেকচার থিয়েটার ভবনের মাঝখানের রাস্তাটির (মধুর ক্যান্টিন পর্যন্ত) সংস্কারের কাজ শুরু হতে হচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব অর্থায়নে ৫৬৫ ফুট দৈর্ঘ্য এবং ২৫.৫ ফুট প্রস্থের রাস্তাটিতে ৪ ইঞ্চি আরসিসি ঢালাই দেয়া হবে। এর জন্য ব্যয় ধরা হয়েছে ২৮ লাখ ৩৫ হাজার টাকা। এদিকে সংস্কার কাজের জন্য আগামী ৮ মে থেকে ২৩ মে পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের এই রাস্তায় সব ধরনের যানবাহন চলাচল বন্ধ থাকবে।